পুজোর সেই দিনগুলি

ড. রত্নকীর্তি রায়

দুর্গাপূজো – বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব। পুজো মানেই আপামর বাঙালির মনে উদ্রেক হওয়া এক অন্য অনুভূতি। পুজো মানেই বহুদিন পরে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া, পুজো মানে কাশফুল, আর শরৎ মেঘের হাওয়া।আমার এই লেখাটা অবশ্য পুজোকে ব্যাখ্যা করার জন্য নয়। এটা আমার দেখা পুজোর এক অন্য ছবি আঁকার জন্য উত্তরবঙ্গের দুর্গ পুজোর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত হওয়ার কারণে শরৎকালের শেষে বেশ একটা হিম হিম ভাব অনুভূত হয়। ছোটবেলায় আমার দিন কেটেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে। মনে পড়ে পুজোর সময় বন্ধুরা সাইকেল চালিয়ে সুনসান ক্যাম্পাস দিয়ে দূরে তারাবাড়ী গ্রামে ছোট্ট গ্রামীন পুজো দেখতে যাওয়ার কথা। সেই সঙ্গে কাশবনের মধ্যে নেমে বন্ধুদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করা বা কখনো বা সাইকেলে চেপে বালাসন নদীতে একটু গা ভিজিয়ে আসার কথা। তখন শিলিগুড়ি আজকের মত ঝাঁ-চকচকে শহর হয়নি। হয়নি এত বহুতল, এত শপিংমল, এত নামিদামি রেস্তোরাঁ।

মনে পড়ে অষ্টমী বা নবমীর দিনটি বাঁধা থাকত কোন বন্ধুর বাড়িতে থেকে শহরের বড় পুজোগুলির চক্কর কাটার জন্য। কৈশোরের ছেলেমানুষি মন চাইতো কোন একজনের দেখা পেতে, কোন এক চোখের ইশারা। আরো মনে পড়ে পুজোর সকাল গুলির কথা। স্নিগ্ধ সেই সকালে বাবার সঙ্গে শিউলি ফুল কুড়াতে যাওয়ার কথা আর বাড়িতে মায়ের রান্না করা পুজো স্পেশাল মধ্যাহ্নভোজ।

কালের নিয়মে অতিক্রম করে গেছে বেশ অনেক বছর। সেই দিনের বন্ধুদের অনেকেই আজ বহুদূরে বসবাসকারী ।পুজোয় সেই সাইকেলগুলিতে জমে থাকে ধুলো। সময়ের সঙ্গে বদলেছে আমার শহর শিলিগুড়িও। দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের আওয়াজ আজ শোনা যায় না তেমন। বাতাসে শব্দদূষণ যে ভয়ানক। ছোট্ট বেলার সেই ছোট গ্রামীন পুজো আজ হারিয়ে গেছে বড় বড় মোবাইল টাওয়ার আর ফেসবুক, সেলফির ভিড়ে। একদা সরল এবং সুন্দর শহর শিলিগুড়ি আজ অনেক বড়। তার বহুতল সমাগম, রাস্তাঘাটে চলমান যানবাহন, তাক লাগিয়ে দেয় দেশের যেকোনো বৃহত্তর শহরকে।তবে পুজো আজও হয়। আজও হয়তো কোন কিশোরের মন খুঁজে বেড়ায় সেই চোখ দুটিকে পুজোর মন্ডপে। আজও হয়তো শহরের বাইরে বেঁচে থাকা পাশের জঙ্গলেবয়ে যায় শরতের হিমেল বাতাস। বদলে যাওয়া পৃথিবীতে বছরের পাঁচটি দিন হয়তো এখনো সময় কে হার মানায়। দেবী আসেন – ফিরে যান শত সহস্রেরভক্তের আকুতি নিয়ে। অপেক্ষায় থাকে কাশবন, অপেক্ষায় থাকে ধুলোয় ভরা সাইকেল, অপেক্ষায় থাকি বিশেষ সেই দুটি চোখ, অপেক্ষায় থাকে কোন এক কিশোরের ছটফটে মন – একটু বাঁধন পাওয়ার, একটু ভালোলাগার পরশ এর জন্য। অলক্ষ্যে দেবী হাসেন, বলেন – "অপেক্ষা কর, আসছে বছর আবার হবে।"